Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 46:58 min.
ID: IDI_AMR201_HH_U_13 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Male	32	Class-VIII	HDM	15,000 BDT	4.5 Years Female	No	Bangali	Total= 4; Child-2 (Twin), Husband (Res.*) and Wife

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস,এম,এস। ঢাকা আইসিডিডিআরবি, মহাখালি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি যে যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করতেছি যে মানুষ বাসাবাড়িতে যে সমস্ত মানুষজন এবং গবাদি পশু আছে, তারা অসুস্থ হলে তখন তারা কি করে, বুদ্ধি পরার্মশ এবং চিকিৎসার জন্য আপনারা কোথায় যান এবং এই অসুস্থতার জন্য আপনারা কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক কিনেন কিনা এবং এন্টিবায়োটিক কেনার পর সেগুলা কিভাবে আপনারা ব্যবহার করেন সে সর্ম্পকে আমরা একটু জানতে চাই। আর গবেষনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মানে ভবিষ্যতে জনগনকে উৎসাহিত করার জন্য এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে যথাযথ এবং নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তো ভাই, আমি তো একটু আগে আপনাকে বিস্তারিত খুলে বলছি। আপনার এই সমস্ত তথ্য আমরা গোপনীয়ভাবে সংরক্ষন করবো। শুধুমাত্র গবেষনার কাজে এটা ব্যবহার করা হবে। এরকম একটা লিখিত সম্মতিপত্র আমি পড়ে শুনাইছি। এবং সেখানে আপনি ---- করছেন। এবং একজন ভাবী এসে এখানে সাক্ষী হিসাবে ছিল। তো আলোচনা আমরা শুরু করি। কি বলেন ভাই?

উত্তরদাতা:হ্যা, বলেন।

প্রশ্নর্কতা:ধন্যবাদ। তো আমি প্রথমে যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি কি কাজ করেন, ভাই?

উত্তরদাতা:আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি।

প্রশ্নর্কতা: রাজমিস্ত্রি? এটা কোন জায়গায় মানে এলাকায় নাকি অন্য কোন

উত্তরদাতা:হ্যা, এলাকায়। টঙ্গীতে।

প্রশ্নর্কতা: টঙ্গীতে?

উত্তরদাতা:ষ্টেশন রোড।

প্রশ্নর্কতা:আপনার পরিবারে কে কে আছে বর্তমানে?

উত্তরদাতা:বর্তমানে আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে, আমি।

প্রশ্নর্কতা:আর দুই মেয়ে বলতেছেন, ওদের বয়স কত?

উত্তরদাতা:দুই মেয়ের বয়স সাড়ে চার বছর।

প্রশ্নর্কতা: সাড়ে চার বছর। তারা একটু আগে বলতেছিলেন যে জমজ তারা। দুইজনই কি একই দিনে একই সাথে জন্ম?

উত্তরদাতা:হ্যা। একই দিনে একই সাথে। পাঁচ মিনিট বেশ কম।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। পাঁচ মিনিট বেশ কম। বাড়িতেই হয়ছে নাকি কোথায় হয়ছে তাদের জন্ম?

উত্তরদাতা:হ্যা, বাসায়। ঢাকাতেই।

প্রশ্নর্কতা:ঢাকাতে। তো আপনার বাড়িতে যারা আছেন, আপনি আছেন এবং আপনার পরিবার। ভাবী এবং দুই মেয়ে এরা ছাড়া আর বাইরে থেকে কি কেউ বেড়াতে আসে আপনার পরিবারে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আম্মা আসে আমার। বা অরো মেয়ে মামারা আসে, খালারা, নানু। এরা আসে, সবাই আসে।

প্রশ্নর্কতা:উনারা আসে। তো মানে আপনার কোন গবাদি পশুপাখি গরু ছাগল হাঁসমুরগি এরকম কিছু কি আছে পরিবারে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা পালেন না কিছু, না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো ভাইয়ের মাসে আয় কত?

উত্তরদাতা:পনের হাজার।

প্রশ্নর্কতা:পনের হাজার টাকা। মানে এটা কি তো আসলে কম বেশী হয়

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই কম বেশী হয়। আমি যে কাজ করি এটা অনেক সময় তো রিগুলার কাজ চলেনা। বৃষ্টির সময় মাইর হয়। তারপর আপনার কাজ অনেক সময় বন্ধ থাকে। এই। রিগুলার হয়না।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনাদের মানে এই যে মানে এইযে বাড়ি, এটাতো ভাড়া, নাকি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ভাড়া।

উত্তরদাতা:ভাড়া।

প্রশ্নর্কতা:আপনার এখানে কি কি আছে ঘরের মধ্যে? ফ্রিজ আছে?

উত্তরদাতা:না। ফ্রিজ নাই। এইযে এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। টিভি আছে আর

উত্তরদাতা:টিভি, ওয়ারড্রোব, শোকেস

প্রশ্নর্কতা:শোকেস

উত্তরদাতা:খাট এগুলাই।

প্রশ্নর্কতা:আর কি আছে? এইযে

উত্তরদাতা ড্রেসিং টেবিল।

প্রশ্নর্কতা:ড্রেসিং টেবিল আছে। টেবিল আছে। সেলাই মেশিন আছে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা আছে। এছাড়া কি আর কোন কিছু আছে, ভাইয়া?

উত্তরদাতা:না, না। আর কিছু নাই।

প্রশ্নর্কতা:আর জায়গাজমির কি অবস্থা ভাই, বাড়িতে?

উত্তরদাতা:এ দেশের বাড়িতে। অতোটা না। অল্প।

প্রশ্নর্কতা:কতটুক আছে জমি?

উত্তরদাতা:ছয় সাত শতাংশ হবে। বা দশ এরকম।

প্রশ্নর্কতা:এটা ভিটায়, ভিটে?

উত্তরদাতা:হ্যা, বাড়ি।

প্রশ্নর্কতা:বাড়ি? মুল বাড়ি যেটা

উত্তরদাতা:মুল বাড়ি যেটা, এটা।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনে ধানের জমি?

উত্তরদাতা:ধানের জমি নাই।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি স্বাস্থ্য সেবা নেওয়া। যে আপনারা পরিবারের যে সবাই স্বাস্থ্য সেবা নেন, এই ব্যপারে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। তো পরিবারের সবাই কি ভালো আছে এখন?

উত্তরদাতা:এখন মোটামুটি ভালো। কারন দুইদিন আগে আমার মেয়েটার জ্বর ছিল। ছোট মেয়েটার। ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ আইনা খাওয়াইছি। মোটামুটি ঠিক আছে এখন।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি জ্বর হয়ছিল? এখন তো শুনতেছি

উত্তরদাতা:এই ঠান্ডা জ্বর। ঠান্ডা ছিল। ঠান্ডা থেকে পরে শরীর গরম। বুঝতে পারলাম যে জ্বর। এজন্য ডাক্তার দেখায় নিজেরাই নিয়ে আসছি আরকি ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐটা কোন জায়গায় দেখায়ছিলেন ডাক্তারকে?

উত্তরদাতা:ডাক্তার দেখাই নাই। এখানে একটা ফার্মেসি থেকে ঔষধ নিয়ে আসছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোন ফার্মেসি, এটা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:এইযে ষ্টেশন রোডে।

প্রশ্নর্কতা:কি নাম ফার্মেসিটার?

উত্তরদাতা:ফার্মেসিটা ডা:২৯ ষ্টোর, ডা:২৯ র্ফামেসি।

প্রশ্নর্কতা:মোমিন ফার্মেসি? তো ঐখানে কোন ডাক্তার বসে?

উত্তরদাতা:না। ঐখানে ডাক্তার বসেনা। ফার্মেসি থেকে পরিচিত আছে আগের। এই টুকিটাকি ঔষধ আনি। কিন্তু জটিল কিছু হলেই আমরা সরকারি মেডিকেলে যাই।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে টুকিটাকি ঔষধটা যে দেয়, কে দেয়?

উত্তরদাতা:ঐ ডা:২৯ ভাই দেয়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু উনি তো ডাক্তার না। ডাক্তার?

উত্তরদাতা:না। ডাক্তার না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কিন্তু উনি এই লাইনে কোন পড়াশুনা বা কিছু আছে তার?

উত্তরদাতা:এটাতো বলতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:সে কি ঔষধ বিক্রি করে নাকি

উত্তরদাতা:এমনে ঔষধ বিক্রি করে। উনি ঔষধই বিক্রি করে। এই আমরা মনে করেন সাধারনত জ্বর হলে বা একটা ঠান্ডা বা এইযে গ্যাষ্ট্রিকের ট্যাবলেট, এই সাধারন যেটা আরকি। এই টুকিটাকি ঔষধ এগুলা। কিন্তু জটিল কোন কিছু হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। জটিল কিছু হলে ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা তো এখন সাধারন ঔষধগুলো যে উনি দেয়, উনি কি কোন প্রেসক্রিপশনে, কাগজে লিখে দেয় নাকি এমনি মৌখিকভাবে বলে দেয়

উত্তরদাতা:এমনি সাধারনভাবে যেমন নাপা বা নাপা খেলে যে জ্বর সারে এটাতো আমরাও জানি। সেও বোঝে। এজন্য আর কোন প্রেসক্রিপশন নাই।

প্রশ্নর্কতা:কয়দিন খাবে বা কি

উত্তরদাতা:এটা অবশ্য অতটুকু ওর আইডিয়া হয়েছে। কারন ও আবার অনেক দিন ধইরা ফার্মেসির ব্যবসা করে। অনেকদিন। আমরা চিনি জানি প্রায় ছয়, পাঁচ ছয় বছর ধরে চিনি, লোকটারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ৫:০০

উত্তরদাতা:তো সেভাবে লোকটার একটা অভিজ্ঞতা হয়ছে না বেচতে বেচতে? সে হিসাবে একটা ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা:সাধারন ঔষধ।

উত্তরদাতা:হ্যা। সাধারন ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:একটা বললেন যে জ্বর, আর কোন ধরনের অসুখের জন্য যান তার কাছে?

উত্তরদাতা:জ্বর যেমন একটু হালকা কালি হলে যাই। তারপরে যদি নিজস্ব গ্যাষ্ট্রিকের যদি কোন বুকে জ্বালা পোড়া করে তখন একটু যাই। এই এতটুক। আর কিছু না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এইযে যখন কেউ অসুস্থ হয়ে যায় মানে ধরেন আপনার পরিবার বা আপনার বাচ্চা বা আপনার স্ত্রী একজন বা দুইজন অসুস্থ হলেন তাদেরকে কে দেখাশুনা করে পরিবারের পক্ষ থেকে?

উত্তরদাতা:আমি করি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি করেন? তো আপনি তো দোকানে চলে যান। সেক্ষেত্রে মানে কে দেখে? ধরেন আপনার বাচ্চা যদি অসুস্থ

উত্তরদাতা:যখন আমি কাজ চলে যায় তখন?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী।

উত্তরদাতা:তখন আমার স্ত্রী আছে, উনি দেখে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে বেশীরভাগ সময় কে দেখে? স্ত্রী দেখে নাকি আপনি দেখেন?

উত্তরদাতা:এখন যেহেতু সবসময় ওর আম্মু বাসায় থাকে, তাহলে ওর আম্মুই বেশী দেখে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আম্মু বেশী দেখে। যেহেতু আপনারা সংখ্যায় তো দুজন বড় আর দুজন তো বাচ্চা।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ে সটাই। তো এই মুর্হুতে কি কেউ অসুস্থ আছে ভাই মানে যেমন ডায়রিয়া বা শ্বাস কষ্ট এরকম কারো

উত্তরদাতা:এরকম কেউ নেই। কিন্তু আমার স্ত্রীর ডায়বেটিস। ওর ডায়বেটিস ঔষধ চলতেছে। খায়তেছে।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন হলো উনার ডায়বেটিস?

উত্তরদাতা:উনার ডায়বেটিস প্রায় এইযে এক সপ্তাহ দশ দিন এর মতো হয়ছে। ওর পরিক্ষা টরিক্ষা করা শেষ। সব পরীক্ষা করছি। আলট্রাসনো করা হয়ছে। তারপর এইযে ইসিজি নাকি কিজানি কয় সেটি

প্রশ্নর্কতা:ইসিজি, হ্যা।

উত্তরদাতা:তারপর রক্ত পরিক্ষা মনে হয় দুই তিনটা, পাঁচটা ছয়টা করছি রক্ত পরিক্ষা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোথায় করছেন?

উত্তরদাতা:এটা ডায়বেটিস, এখানে আলবারাকা।

প্রশ্নর্কতা: আলবারাকা? এ্টা কি ডায়বেটিস হাসপাতাল? নাকি

উত্তরদাতা:না। ডায়বেটিস, প্রাইভেট।

প্রশ্নর্কতা:প্রাইভেট?

উত্তরদাতা:প্রাইভেট কিন্তু ডায়বেটিস। আপনার ইসের থেকে অনুমোদিত। ঢাকা ঐযে ডায়বেটিস ইয়ে আছেনা?

প্রশ্নর্কতা:বারডেম

উত্তরদাতা:বারডেম অনুমোদিত।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এখন উনার এটা ধরা পড়ছে। তো ঔষধ দিছে?

উত্তরদাতা:হ্যা ঔষধ দিছে। ঔষধ খায়তেছে।

প্রশ্নর্কতা:খায়তেছে। আচ্ছা। তো এর মধ্যে কি এগুলা কি ধরনের , নরমাল ঔষধ নাকি এগুলি এন্টিবায়োটিক পাওয়ারের ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা। পাওয়ারি আছে এন্টিবায়োটিক আছে। ঔষধ দেখলে দেখতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আমি দেখবো পরে। আমি দেখবো। তো আমি অন্য কথা শেষে আমি এক ফাঁকে দেখে নিবো। তো মানে আমরা যে এমনি অসুস্থ হই ভাই, এমনি দৈনন্দিন কাজকর্মে বিভিন্ন সময় যে অসুস্থ হয়, তো সর্বশেষ কে অসুস্থ হয়ছিল? ভাবীর তো ডায়বেটিস ধরা পড়ছে। এটা তো একটা রোগ। আর এমনি সাধারন অসুখ যেমন আপনার মেয়ের বললেন যে কয়দিন আগে জ্বর হলো

উত্তরদাতা:হ্যা। সর্বশেষ অসুস্থ আমার মেয়ে, জ্বর আর ঠান্ডা ছিল।

প্রশ্নর্কতা: ঠান্ডা ছিল। আচ্ছা। জ্বর হয়ছিল আর ঠান্ডা হয়ছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ধরেন কেউ যদি অসুস্থ হয়, ট্টো আপনি কিভাবে বোঝেন পরিবারে ধরেন আপনার বাচ্চা যে অসুস্থ আপনি এটা কিভাবে বুঝছেন বা আপনার ---৭:২৮

উত্তরদাতা:এটা তো দেখলেই বোঝা যায়। অনেক, অসুস্থতা তো বোঝায় যায়। যেমন ঠান্ড যদি লাগে, তো ওর কণ্ঠ চেঞ্জ হয়, তারপর নাক দিয়ে পানি পড়ে। এটা বোঝা যায়। শরীরে হাত দিলে জ্বর নাকি গরম এটাতো সাধারনত ডাক্তার ছাড়াই মানুষ বুঝতে পারে। এটা খাওয়ার অরুচি থাকে। বিরক্ত করে বাচ্চা। ঘুমাতে চায়না বা ঘুমালে খানিক পরপর উঠে যায়। এইতো আরকি। এগুলাইতো দেখলে টের পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে অসুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে এই বাচ্চা যদি অসুস্থ হয় তাহলে বললেন যে আপনারা ইয়েতে যান, ফার্মেসিতে যান। তো বেশীরভাগ সময় কি ফার্মেসিতে যান নাকি হচ্ছে বড় কোন ডাক্তার বা সরকারি হাসপাতাল বা

উত্তরদাতা:এটা ঠিক আছে। যেমন ফার্মেসিতে প্রথমবার গেলাম কিন্তু ঔষধ খাওয়ালাম, অসুখ সারলোনা। তখন তো আর আমরাই বুঝতে পারি যে ওরে দিয়ে আর হবেনা। তখন আমরা ভালো কোন ডাক্তার দেখাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে সবসময় কি প্রথমেই ফার্মেসিতে আগে গিয়ে দেখান?

উত্তরদাতা:হ্যা। নিজস্বভাবে একটু দেখি।

প্রশ্নর্কতা:দেখেন?

উত্তরদাতা:তারপর ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা: এরকম কয়দিন ঔষধ খাওয়ান? ধরেনে ফার্মেসিতে আজকে গেলেন

উত্তরদাতা: ফার্মেসিতে আজকে গেলাম। মনে করেন তিনদিন গেলাম। একবারে তো ঔষধ মনে হয় এক সপ্তাহর দেয়না। হয়তো তিনদিন বা পাঁচদিন একটা ঔষধ দেয়। এইডা খায়লে যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে হলোই। আর যদি নাহয় তাহলে আমরা একটা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার একটা ইয়ে নিই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে কোন ডাক্তারের কাছে যান? কোন হাসপাতালে?

উত্তরদাতা:বেশীরভাগ সরকারি মেডিকেলে যাই।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে যেটা পঞ্চাশ বেডের একটা দেখলাম আসার পথে

উত্তরদাতা:হ্যা, টঙ্গী পঞ্চাশ শয্যা যেটা।

প্রশ্নর্কতা:এটাতো মনে হয় আড়াইশো বেড হচ্ছে শুনছি।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ঐটাতে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐটাতে যাই।

প্রশ্নর্কতা:ঐটাতে গেলে কোন সমস্যা হয় ভাই? মানে ঐটাতো সরকারি হাসপাতাল

উত্তরদাতা:হ্যা, সমস্যা তো অবশ্যই হয়।

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের সমস্যা?

উত্তরদাতা:যেমন সমস্যা যে লাইনে দাঁড়ায় থাকতে হয় অনেকক্ষন। তারপর সমস্ত রোগী ঐ এক নাম্বারে দেয়। একটা রুমে। ওরা অতোটা গ্রাহ্য করেনা। জিজ্ঞাসা করলো। এইডা ঐডা হয়ছে, ব্যস শেষ। যাও, টেষ্টে যাও। অমুকখানে যাও। অমুক মেডিকেলে যাও, তমুক মেডিকেলে যাও। এটা মনে করেন টেষ্ট করায়ে তারপর ওদের কাছে যায়তে হবে। এই আরকি। একটু ভক্কর চক্কর হয়।

প্রশ্নর্কতা: ভক্কর চক্কর বলতে কি সবসময় তারা টেষ্ট দেয় বেশীরভাগ সময়?

উত্তরদাতা:হ্যা। বেশীরভাগ সময় টেষ্ট দেয়।

প্রশ্নর্কতা: টেষ্ট দেয়। যে একটা মানুষ, গরীব মানুষ। আপনি যদি বলেন যে ভাই, আমি গরীব মানুষ। আমার পক্ষে তো আসলে এত জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে একটা দেখে ভালো ঔষধ দিয়ে দেন। তখন কি বলে তারা?

উত্তরদাতা:তখন হয়তো আমি এভাবে কখনো বলি নাই। কিন্তু নিজস্ব একটা আইডিয়ায় বোঝা যায় যে ওরা হয়তো কিছুটা সীমিত দেখা যায় ঐ পারসেন্টেজ লিখে দেবে আরকি। যে এখানে একশো টাকা বিল হবে। সেখানে গেলে হয়তো নব্বই টাকা বা পঁচানব্বই টাকা এরকম রাখে।

প্রশ্নর্কতা:ডিসকাউন্ট মানে

উত্তরদাতা:ডিসকাউন্ট হিসাবে ওরা একটা ইয়ে কইরা দেয়। এজন্য একটু ছাড় পাওয়া যায় আরকি। যেমন ডায়বেটিসের জন্য ঐযে আমার স্ত্রী গেলাম। তো ডাক্তারের কাছে বলা হয়ছে যে আমরা তো এই সীমিত ইনকাম, আমরা এমন। তো উনি একটা লিখে দিল ডিসকাউন্ট। তখন আমার প্রায় ছয়শো টাকার মতো ডিসকাউন্ট আইছে আমার। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:ওরে বাবা, অনেক টাকা। অনেক টাকা আপনার সেভ, সাশ্রয় হয়ছে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটাই অনেক বড় একটা পাওয়া।

উত্তরদাতা:হ্যা। উনিও ডাক্তারও খুব ভালো ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। টেষ্ট যদি করতে হয়, সেটা তো করতেই হবে। সেটাও ঠিক আছে। তো এইযে স্বাস্থ্যগত যে মানে যে এইযে হাসপাতালে যাবেন কিনা বা ফার্মেসিতে যাবেন এইযে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় আসলে আমি কোথায় যাবো, কোন সময়ে কোথায় যাবো। এই সিদ্ধান্তটা পরিবারের পক্ষ থেকে কে নেয়?

উত্তরদাতা:এটা বেশীরভাগ আমিই নিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনিই নেন?

উত্তরদাতা যেহেতু আমি এই পরিবারের গার্জিয়ান।

প্রশ্নর্কতা: গার্জিয়ান। সেটাই। মানে তো মানে যখন ডাক্তারের কাছে যান, তখন মানে ধরেন ভাবী অসুস্থ হলো বা বাচ্চা কাচ্চা অসুস্থ হলো বেশীরভাগ সময় কি নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:আমি যদি বাসায় থাকি আমি নিই, নইলে ওর আম্মুই নেয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে বেশীরভাগ সময় কে নেয়?

উত্তরদাতা:বেশীরভাগ সময় ওর আম্মু যায়।

প্রশ্নর্কতা: আম্মু যায়।

উত্তরদাতা:যেহেতু ও বাসায় বেশীরভাগ থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে মায়ের সাথে করে নিয়ে যায়, বাচ্চাদের নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর আপনি যদি নিজে অসুস্থ হন তাহলে

উত্তরদাতা:আমি অসুস্থ হলে যদি জরুরি সেরকম কোন অসুস্থ না হই তাহলে আমি নিজেই যাই। আর যদি একদম মানে বেশী অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে আমার স্ত্রী নিয়ে যাবে, নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:যেহেতু আপনারা বড় দুইজনই। একজনকে তো একজনের দেখতে হবে সেটা।

উত্তরদাতা:দুইজনই।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে এইযে আপনি যে সরকারি হাসপাতালে যান বা ফার্মেসিতে যান, এইযে জায়গাগুলোতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কার, যে ডিসিশানটা নেন, এটা কি কি বিষয় মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্তটা নেন? প্রাথমিক চিকিৎসা করতে যান, আগে সেখানে বড় ধরনের কোন অসুখের জন্য যান

উত্তরদাতা:না। আমরা এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিই যে আমার মেয়ে, মেয়েরই একটা উদাহরন দিয়ে বলি। যে আমার মেয়ে অসুস্থ। তো আমরা ডাক্তারের কাছে যায়তেছি যেমন ভালো কিছু ইয়ে করার জন্য। যেমন ভালো একটা ট্রিটমেন্ট আমরা পাই। হয়তো আমরা ফার্মেসিতে যেয়ে ঔষধ খাওয়াইছি , এইডা হয় নাই। তখনই আমি চাই যে একটা ভালো ডাক্তারের কাছে যায়য়া ভালো পরার্মশ নিয়া ভালো একটা ঔষধ দিতো, আমরা এটাই চাই। ও যে ঔষধ দেয়, ঐডাই আমরা কিনে খাওয়াই। চিন্তা ভাবনা করি যে এইডাই ভালো হবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে সেটাতো হাসপাতালে গেলে। আর ফার্মেসিতে গেলে

উত্তরদাতা: ফার্মেসিতে গেলে, ঐডা এতোটা ইয়ে থাকেনা। মানে ব্যাস, সেরে যাবে মনে হয় এরকম একটা মনের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে সেরে যাবে, ঠিক হবে।

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসিতে যিনি আছেন মানে ঐখানে খরচ কেমন, ফার্মেসিতে?

উত্তরদাতা:না। অতোটা না। যতোটা

প্রশ্নর্কতা:উনি কোন ইয়া নেয়, ভিজিট নেয়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:ভিজিট নেয়না। তো উনার ঐখানে মানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? যিনি ঔষধটা দেন, পড়াশোনা? স্বাস্থ্য লাইনে কোন পড়াশুনা আছে?

উত্তরদাতা: অতোটা তো আমি এইডা বলতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:এমনে ধারনা কি

উত্তরদাতা:ধারনা আমার মনে হয় আছে কিনা জানিনা। কিন্তু ও ঔষধ বিক্রি করতে করতে যে একটা অভিজ্ঞতা, আমরা ঐটাই বিশ্বাস করি যে ও দিতে পারবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটাই আরকি। কিন্তু আসলে কতটা যোগ্যতা বা সাস্থ্য সর্ম্পকে পড়ালেখা আছে কিনা এটা আমার জানা নেই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এইযে সুবিধা কি ভাই মানে ফার্মেসিতে গেলে সুবিধা কি?

উত্তরদাতা:সুবিধা এতটুকু যে ডাক্তারের কাছে গেলে সময় লাগে আর কথা হলো ডাক্তার একটু ইয়ে করে, আলসেমিও করে। এই জিনিসটা মানে আমাদের একটু খারাপ লাগে। এরজন্য আমরা ফার্মেসিতে আগে যাই।

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসিতে আগে যান, আচ্ছা। আর কোন বাঁধা কি আছে মানে ফার্মেসিতে গেলে কোন বাঁধা বা সমস্যা

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর একটা জিনিস হচ্ছে সরকারি যে হাসপাতালে যান, ঐটা আর ফার্মেসির চিকিৎসা, দুইটার মধ্যে কোন পার্থক্য কি আছে, ভাই?

উত্তরদাতা:পার্থক্য তো অবশ্যই আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি ধরনের পার্থক্য

উত্তরদাতা: ফার্মেসিতে যেমন সাধারনত ঔষধের জন্য আমরা যাই। ঐডাতো ভালো হবে যে এটা আমাদের নিজস্ব একটা বিশ্বাস, মনের। আর ডাক্তারের কাছে গেলে এতটুকু যে ডাক্তারের কাছে যায়তেছি। ঐডা নিজের একটা একেবারে বিশ্বাস ডাক্তারের উপরে। যে এখানে হবেই। আর আমরা ফার্মেসিতে যাই যে এখখানে সাধারনত ইসের জন্য যাই। এটা অতোটা বিশ্বাস একটু কমই থাকে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে গেলে, হ্যা, ডাক্তারের কাছে যায়তেছি আমরা। মানে এটা সারবে, ভালো হবে।

প্রশ্নর্কতা:এইযে আপনি নিজেই বুঝতেছেন জিনিসটা। তারপরও কেন ফার্মেসিতে যান? একবারে তো সরাসরি তাহলে ডাক্তারের কাছে গেলেই হয়? ঠিক না?

উত্তরদাতা:অনেক সময় সময় হয়না যাওয়ার। মানুষ তো, ব্যস্থ থাকি। আমিও থাকি। ওর আম্মুও বাসা নিয়ে অনেক সময় ব্যস্থ থাকে তো। কাছে কাছে ফার্মেসিতে আছে। কাছে থেকে নিয়ে আসা হয়। দূরে আর যাইনা। অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়ে এমন একটা টাইমে অসুস্থ হয়ছে যেমন রাতে যদি অসুস্থ হয়, তাহলে রাতে আমরা ডাক্তার পাবোনা। একমাত্য যদিও পাই তাহলে যেতে হবে আপনার ঐ জরুরি যে ইসে, ঐখানে যেতে হয়। তো ঐখানে গেলে ডাক্তার অনেক সময় থাকে, অনেক সময় থাকেনা। এরজন্য তাড়াতাড়ি এখান থেকে আইনা খাওয়াই দিলাম ঔষধটা।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি।

উত্তরদাতা:ঠিক হইলো।

প্রশ্নর্কতা:তো কোন ঔষধের যদি দরকার হয় তাহলে আপনি বেশীরভাগ সময় কোথায় যান?

উত্তরদাতা: ফার্মেসিতেই যাই।

প্রশ্নর্কতা:ঐ একটা ফার্মেসিতেই?

উত্তরদাতা:হ্যা। একটা ফার্মেসিতেই যাই। আরেকটা ফার্মেসি আছে কিন্তু ঐটাও বড় ভাইয়া হয়, পরিচিত আছে কিন্তু উনার কাছে অতোটা যাইনা। তবে এটায় বেশী যাই।

প্রশ্নর্কতা:ঐ ফার্মেসিটার নামকি যেটাতে বেশী যান?

উত্তরদাতা:এটা হলো ডা:২৯ ফার্মেসি।

প্রশ্নর্কতা: ডা:২৯ফার্মেসি। আর একটা যে বড় ভাই বললেন ১৫:০০

উত্তরদাতা:ঐটা হচ্ছে ফার্মেসিটার নাম মনে নেই। তবে ফার্মেসির উনার নাম মনে আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এটা কোন জায়গায়।

উত্তরদাতা:এটা ষ্টেশনে। আবেদা হসপিটালের নীচ তলায়।

প্রশ্নর্কতা:নীচ তলায়। ঐটা কি কিছুক্ষন আগে তো আমি নাম শুনলাম, ভুইয়া নাকি ভুইয়া?

উত্তরদাতা:না। ভুইয়া না। একবারে ঐ কর্নারের দোকানটা মেডিসিন কর্নার না মেডিসিন কর্নার না।

প্রশ্নর্কতা:একদম গলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে

উত্তরদাতা:হ্যা, একবারে ঐযে কর্নারের দোকানটা। (সম্ভবত স্ত্রী - বসে)। ঐখানে আবার ডা:২৭একটা বসে।

প্রশ্নর্কতা:উনি কিসের ডাক্তার? ডা:২৭?

উত্তরদাতা:উনি শিশু বিশেষজ্ঞ।

প্রশ্নর্কতা: শিশু বিশেষজ্ঞ। পাস করা বড় ডাক্তার?

উত্তরদাতা:হ্যা। উনি বড় ডাক্তার। উনাকে ভিজিট দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:তো উনার কাছে গেছেন কোন সময়?

উত্তরদাতা:হ্যা। উনার সাথে আমার মেয়ে দুইবার নিয়ে গেছি।

প্রশ্নর্কতা:কি হয়ছিল? কিজন্য নিয়ে গেছেন?

উত্তরদাতা:একটা হয়ছিল মেয়ে আমার অরুচি ছিল। একবারে কিছু টোটালি খায়তোনা। আর একটা মনে হয় নিউমোনিয়া হয়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:এটা কতদিন আগে হয়ছিল?

উত্তরদাতা:এটা যখন দুই বছর বয়স, তখন।

প্রশ্নর্কতা:ছোট ছিল।

উত্তরদাতা:তখন ছোট ছিল।

প্রশ্নর্কতা:পরে মানে উনি কি দিছিল, খেয়াল আছে?

উত্তরদাতা:ঔষধ দিছিল।

প্রশ্নর্কতা:কি ঔষধ? এটা কি নরমাল ঔষধ নাকি এন্টিবায়োটিক, পাওয়ারি

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক দিছিল।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: হ্যা, এন্টিবায়োটিক দিছিল।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কয়দিনের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক মনে হয় সাতদিনের।

প্রশ্নর্কতা:মানে একজনেরই তো হয়ছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো সাতদিনের কয়দিন খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:আমরা ফুল ডোজ খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: ফুল ডোজ খাওয়াইছেন? মানে দিনে কয়বার করে বলছিল?

উত্তরদাতা:দিনে এন্টিবায়োটিকটা মনে হয় দুইবার। আমার অতোটা মনে নাই। দুই বছর আগে। দুইবার।

প্রশ্নর্কতা:দুইবার করে খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: তো এইযে সাতদিন খাওয়ানের পরে কি ভালো হয়ে গেছিল বাচ্চা?

উত্তরদাতা:হ্যা, ভালো হয়ছে। আবারো সুস্থ হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে ভাই বলতেছিরেন যে কোন ঔষধের দরকার হলে আপনি ফার্মেসিতে যান। বিশেষ করে এখানে একটা বললেন যে যার কাছে বেশী যান, কিজানি নাম বললেন

উত্তরদাতা:এটা ডা:২৯ র্ফামেসি।

প্রশ্নর্কতা:তো এই ডা:২৯ র্ফামেসি বা ফার্মেসি থেকে ঔষধ আনতে হবে। এইযে ডিসিশান, সিদ্ধান্ত নেওয়া, এটাতো একটা ডিসিশান নিতে হয়না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:যে আমি এখানে যাবো বা আমার ওয়াইফ এখান থেকে ঔষধ কিনে আনবে। এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা:ঐ সিদ্ধান্তটা আমিই দিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনিই দেন? দো দোকানে কে যায় বেশীরভাগ? ভাবী যায় =

উত্তরদাতা:ভাবী যায় বেশী।

প্রশ্নর্কতা:আপনার স্ত্রী যায়।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে এইযে র্ফামেসিতে যান, এটাতে গেলে মানে কি লাভ?

উত্তরদাতা: লাভ আমাদের কোন কিছু না। শুধু লাভ যে একটা পরিচিত লোক আছে। টক কইরা ওর কাছ থেকে নিয়ে আসি। এই আরকি। লাভ কিছু না।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি ঘরের কাছে?

উত্তরদাতা:হ্যা, এটা ঘরের কাছে।

প্রশ্নর্কতা:খরচ কেমন? খরচ?

উত্তরদাতা:খরচ যে একদম কম, তাও না। মোটামুটি ঔষধের যা দাম, তাই রাখে।

প্রশ্নর্কতা:মানে একটু কম বেশী কি রাখে?

উত্তরদাতা:না। হ্যা, একটু কম বেশী হয়। মানে সম্মানের জন্য বা

প্রশ্নর্কতা:পরিচিত হিসাবে

উত্তরদাতা: পরিচিত হিসাবে একটু কম রাখে। যেমন ঔষধের দাম যদি হয় একশো দশ টাকা। একশো টাকা রাখলো, দশ টাকা ছাড় দিলো। এই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আর ঐযে আপনার, যিনি দিচ্ছেন, উনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন?

উত্তরদাতা:এটা বলতে পারিনা। মানে উনার শিক্ষাগত

প্রশ্নর্কতা:উনি কি ডাক্তারি লাইনে কোন পড়াশুনা করছে?

উত্তরদাতা:না। মনে হয়না। এতোটা বলতে পারিনা। হয়তে পারে।

প্রশ্নর্কতা:পল্লী চিকিৎসকের কোর্স, সে কি পড়ছে সেটা জানেন না এমনি ডাক্তারি লাইনে কোন পড়াশোনা করেন নি।

উত্তরদাতা:হ্যা, এটাও বলতে পারিনা আমি।

প্রশ্নর্কতা:এটাও বলতে পারেন না। তো তার কাছে যে লাষ্টবার কবে গেছিলেন বললেন ভাই? কোন সমস্যা কি আছে তার কাছে ফার্মেসিতে গেলে?

উত্তরদাতা:না। সমস্যা হয়না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সর্বশেষ কবে গেছিলেন বললেন তার কাছে?

উত্তরদাতা:সর্বশেষ এইযে দুইদিন আগে গেলাম। (স্ত্রী - পরশু দিন) পরশুদিন।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই বাচ্চার জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাচ্চার জন্য। একটা কাশির সিরাপ আনা হয়ছে আর একটা নাপা এই যে জ্বরের।

প্রশ্নর্কতা:এই দুইদিনে সুস্থ হয়ে গেছে ওরা?

উত্তরদাতা:হ্যা, সুস্থ তো।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ খাচ্ছে এখন?

উত্তরদাতা:হ্যা, এখনো ঔষধ খাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে তাহলে তো অসুস্থতা এখনো আছে শরীরের মধ্যে?

উত্তরদাতা:হ্যা। একেবারে তো মানে সর্ম্পূন তো ভালো হয়নি ওরা? এখন ঐযে সুস্থ হয়ছে। কিন্তুডা:২৯ বলছে যে, পুরা ডোজটা খাওয়ায় দিও। জ্বরের টা না। তবে কাশেরটা পুরা ডোজটা খাওয়ায় দিও। আর জ্বর যাবে তখন আর খাওয়ানোর দরকার নেই।

প্রশ্নর্কতা:একজনের হয়ছে নাকি দুইজনের?

উত্তরদাতা:একজনের হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন জ্বর কি ভালো হয়ছে? জ্বর কাশি?

উত্তরদাতা:হ্যা। জ্বর কাশি, কাশিটাও কমে গেছে, জ্বরটা ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:ভালো হয়ছে। কাশি আছে?

উত্তরদাতা:কাশি হালকা আছে।

প্রশ্নর্কতা:হালকা আছে।

উত্তরদাতা:ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্নর্কতা:ঠিক হয়ে যাবে। ঔষধটা কয়দিনের জন্য দিছে ভাই?

উত্তরদাতা:ঔষধ মানে একটা ইয়ে তো বোতল। যে কয়দিন যায় ডোজ খাওয়ার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:মানে এমনে মুখে বলে দেয় নাই কিভাবে খাওয়াবেন?

উত্তরদাতা: (স্ত্রী - সাতদিন) সাতদিন।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে সে তো এখন অসুস্থ ভাই তাহলে

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:যেহেতু ঔষধ খাচ্ছে, সে তো এখন অসুস্থ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে এটা কি ঔষধ দিছে, এখানে নাম আছে তো এই ঔষধ টা?

উত্তরদাতা:না। ওর ঔষধটা আমি দেখাইতেছি এখন। এই তো।

প্রশ্নর্কতা:এটা না? এটার দাম কেমন ভাই?

উত্তরদাতা:একটা বিশ টাকা একটা পঞ্চাশ টাকা।

প্রশ্নর্কতা:এলসেট একটা দিছে। আর একটা হচ্ছে

উত্তরদাতা:রেনোভা।

প্রশ্নর্কতা:রেনোভা। দুইটা ঔষধ দিছে। একটা বিশ টাকা একটা পঞ্চাশ টাকা।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কি এন্টিবায়োটিক বলছে কিছু?

উত্তরদাতা:না। সেরকম কিছু আমাদের বলে নাই?

প্রশ্নর্কতা:এমনে ঔষধ দিয়ে দিছে? ২০:০০

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে যেটা বলতেছিলাম ভাই ঐখানে কি ধরনের ঔষধ বিক্রি করে র্ফামেসিতে?

উত্তরদাতা:ঐখানে সব ধরনেরই ঔষধ আছে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এন্টিবায়োটিক আছে। সব আছে।

প্রশ্নর্কতা:সাধারন ঔষধগুলো

উত্তরদাতা:হ্যা, সব আছে।

প্রশ্নর্কতা:গরু ছাগল, হহাঁস মুরগি বা অন্য কোন ঔষধ বিক্রি করে?

উত্তরদাতা:এটাতো বলতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানুষেরটা বিক্রি করে নাকি গরু ছাগলেরটাও আছে?

উত্তরদাতা:এটাতো বলতে পারিনা। তবে আছে কিনা ও বলতে পারবে।

প্রশ্নর্কতা:ও বলতে পারবে?

উত্তরদাতা:আমরা তো গরু ছাগল বা কিছু আনি নাই।

প্রশ্নর্কতা:আমরা আসলে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি তো আমরা দেখছি যে কিছু কিছু বিশেষ করে গ্রামের দিকে, শহরেও আছে। কিছু কিছু ফার্মেসি দুই ধরনের ঔষধই রাখে। কারন ধরেন যারা ঘরের মধ্যে গরু ছাগল পালে ওরা ঐ কিছু কিছু জায়গায় আলাদাভাবে ওদের জন্য র্ফামেসি আছে। আবার কিছু জায়গায় মানুষ এবং গরুর জন্য আলাদা আলাদাভাবে একই র্ফামেসিতে রাখে।

উত্তরদাতা:হয় এরকম হয়তো।

প্রশ্নর্কতা:এরকম বিক্রি হয়। সেজন্যই কথাটা বললাম। এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম ভাই, এন্টিবায়োটিক আমরা বারবার বলি এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিক। তো এন্টিবায়োটিক এটা আসলে কি? জিনিসটা কি? এটা বুঝায়ে বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক যে জিনিসটা কি, আমি তো বলতে পারিনা। যেহেতু আমি ডাক্তার না। আমার ডাক্তার লাইনে

প্রশ্নর্কতা:আমি একটু খুলে বলি। যেমন আমরা বলি না যে পাওয়ারের ঔষধ

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:যদি যে ঔষধটা ধরেন আপনাকে একটা সাধারন ঔষধ দিল, ঔষধটা খেয়ে ভালো হচ্ছেন না তখন ডাক্তার আর একটু বেশী পাওয়ার বাড়ায়ে একটু দামী ঔষধ দিল। সেটাকে আমরা যদি বলি এন্টিবায়োটিক। তাহলে এটা এন্টিবায়োটিক ঔষধটা, এই ঔষধটার কাজটা কি আসলে? এটা খায়লে কি হয়?

উত্তরদাতা:এটা অতোটা বলতে পারিনা। অতো আমরা ঔষধ বিষয়ে অভিজ্ঞ না।

প্রশ্নর্কতা:কোন সময় অসুস্থ হয়ছেন বা ভাবী হয়ছে বা বাচ্চারা যে হচ্ছে বারবার, ডাক্তারের কাছে গেলে আপনি কোন সময় ধরেন একশো টাকার উপরে বা একশো বিশ টাকা দেড়শো টাকা এরকম ঔষধ আনছেন কোন সময়?

উত্তরদাতা:হ্যা। আনছি।

প্রশ্নর্কতা:আনছেন? কার জন্য আনছেন এটা?

উত্তরদাতা:এটা মেয়ের জন্য আনছি।

প্রশ্নর্কতা:মেয়ের জন্য আনছেন?

উত্তরদাতা:আমার স্ত্রীর জন্য আনছি।

প্রশ্নর্কতা: স্ত্রীর জন্য আনছেন? এটা কবে কতদিন আগে আনছেন?

উত্তরদাতা: স্ত্রীর জন্য তো এইযে আনলাম। আপনার এইযে ডায়বেটিসের ঔষধ আনলাম। অনেক টাকার ঔষধ আনছি।

প্রশ্নর্কতা:অনেক টাকার ঔষধ আনছেন?

উত্তরদাতা:প্রায় তের শ চৌদ্দশ টাকার ঔষধ আনছি।

প্রশ্নর্কতা:ওরে বাবা। আচ্ছা আমি দেখবো ঐগুলা। আমি যেটা বলছিলাম এটইযে বাচ্চার জন্য যে দাম দিয়ে ঔষধটা আনছেন, এটাকে আমরা যদি ধরেন একটা এন্টিবায়োটিক বা পাওয়ারের ওষধ, কথার কথা এমনি যদি ধরি, তাহলে এই ঔষধটা কি, যদি একটু বুঝায়ে বলেন আমাকে। যেমন একটা তো হচ্ছে সাধারন ঔষধ। যদি আমরা নাপা বা অন্য একটা ঔষধ বলি গ্যাসের ঔষধ বা ইয়ার ঔষধ, তাহলে এই এন্টিবায়োটিক ঔষধটার কাজটা কি আসলে? এটা কি করে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা ঔষধটা কাজ করে আসলে আমরা তো এতটুকু বলতে পারবোনা। তারপরও যতটুক

প্রশ্নর্কতা:যতটুক জানেন

উত্তরদাতা:হ্যা। জানি যে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়।

প্রশ্নর্কতা: তাড়াতাড়ি হয়।

উত্তরদাতা:বা একটা জিনিস হচ্ছে এন্টিবায়োটিকে নাকি শুনছি একটা অসুখ ভালো করেনা, আরো আশেপাশে অসুখ থাকলে এটাও মোটামুটি ঠিক করে বা ঠিক হয়। এছাড়া আমরা তো আর অতো কিছু বলতে পারিনা। যতটুক শোনা আর কি বা জানা। এতটুক, আর কিছু বলতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি বলছেন যে এন্টিবায়োটিক শুধু একটা অসুখ না, আশেপাশে অন্যান্য অসুখগুলাকেও সারায় ফেলে?

উত্তরদাতা:হ্যা। সারায়। এরকম একটা

প্রশ্নর্কতা:সারায়। আর এন্টিবায়োটিক খেলে রোগটা কি দ্রুত ভালো হয় নাকি সময় লাগে?

উত্তরদাতা: দ্রুত ভালো হয় এরকম ইয়া আমাদের হয় আরকি। দ্রুতই ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি আপনারা ঔষধ খায়তে গিয়ে অনুভব করছেন এটা?

উত্তরদাতা:হ্যা, অনুভব করছি। তাড়াতাড়ি ভালো হয় এবং সুস্থ হয় তাড়াতাড়ি।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন এন্টিবায়োটিক বাচ্চার জ্বর হয়ছে, এজন্য দিছে। ভাবীর ডায়বেটিস হয়ছে এজন্য এন্টিবায়োটিক দিছে ডাক্তার। এখন আর কি কি রোগের জন্য এন্টিবায়োটিক খাওয়া হয় বা ব্যবহার করা হয়? কয়েকটা রোগ বলতে পারবেন? কি কি কাজের জন্য?

উত্তরদাতা:জ্বরের জন্য এন্টিবায়োটিক খাওয়াইছি। তারপর যদে কোন ব্যথা বেদনা থাকে, এজন্য এন্টিবায়োটিক খাইছি আমি। তারপর ওর যে মেয়ের মায়ের জন্য ডায়বেটিসের জন্য এন্টিবায়োটিক দিছে। এসমস্ত জন্য আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আর অন্য কোন ধরেন অপারেশন বা কাটাছেড়া আর কিছুর জন্য কি ব্যবহার হতে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা, অবশ্যই। কাটাছেড়া তারপর অপারেশন এগুলার জন্য তো এন্টিবায়োটিকই দেয় সাধারনত। আমরা যেটা জানি আরকি। এটা এন্টিবায়োটিকের জন্যই বেশী ভালো। যতটা দ্রুত কাজ করে, এটার জন্য এন্টিবায়োটিকটাই মানুষ বেশী ঐ ধরনের জন্য বেশী ব্যবহার করে। সাধারনত যেগুলা জটিলতা বেশী হয় অসুখ ওগুলার জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়, আমরা যেটা জানি আরকি। ডাক্তাররা যেন দ্রুত কাজ করে বা এরজন্য এন্টিবায়োটিকটা দেওয়া হয়, খায় এটা জানি।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন এন্টিবায়োটিকটা একটা মানুষের শরীরে ঢুকলো। ঢুকার পরে ও কি কাজ করে? কিভাবে আস্তে আস্তে যে বলতেছেন, ভালো করে। কেমনে ভালো করে, কিভাবে সে কাজটা করে শরীরে?

উত্তরদাতা:শরীরে কি কাজ করবে, এখন মোটামুটি দেখা যায় যে খাইলাম এখন, সকালে খাইলাম, দুপুরের মধ্যে এটা অনুভব করা যায় যে এটা কাজ হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:ভালো লাগতেছে?

উত্তরদাতা: ভালো লাগতেছে, বোঝা যায়। যেমন একটা ব্যথার জন্য খাইলাম, রাতে খাইলাম। সকাল হয়তে হয়তে ব্যথাটা অনেকটাই কমে যায়। মানে একশোর মধ্যে আপনার আশি পারসেন্ট কমে যায়। বিশ পারসেন্ট, এরকম হয়। এন্টিবায়োটিকটা খায়লে। ২৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা একটা উপকার।

উত্তরদাতা:এটা একটা উপকার।

প্রশ্নর্কতা:এছাড়া আর কোন উপকার কি হয় ভাই, একটা কিছুক্ষন আগে বলতেছেন যে, শুনছি যে অন্যান্য কিছু অসুখও এন্টিবায়োটিক যেটা মুল অসুখ ঐটার সাথে ঐগুলারও ভালো করে ফেলে।

উত্তরদাতা:হ্যা, শুনেছি।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা একটা উপকার

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐটা একটা উপকার হয়। কিন্তু শুনছি এটা, আমি তো আর ভিতর থেকে যেমন একটা ব্যথা, আমি ব্যথার জন্য ঔষধটা খাইলাম। আমার কিন্তু টার্গেটটা ব্যথার জায়গায় । কিন্তু অন্য অসুখ যে ভালো হয়ছে কিনা বা হয়তেছে, ঐদিক দিয়ে কিন্তু আমার কোন খেয়াল নাই। মানে হয়লে হতে পারে। এই আর কি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জায়গা থেকে শুনছেন এটা?

উত্তরদাতা:এটা বিভিন্ন রকমের দেখা যায়, একখানে পাঁচজন বসলাম। কথায় কথায় বলা হয় আরকি। কিন্তু কোন ডাক্তার বা কোন এরকম কোন লোকের কাছ থেকে আমি শুনি নাই। বা কোন ডাক্তার বলেও নাই এই কথা যে এন্টিবায়োটিকটা এটা খেলাম। অন্যান্য ঔষধও সারবে এটার মধ্যে। এটা কোন ডাক্তার আমাকে বলে নাই। এটা নিজেরা নিজেরা পাঁচজনে একখানে বসলাম। পাঁচ কথা বলতে বলতে এরকম একটা কথা হয়তো উঠে। তখন শোনা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।এন্টিবায়োটিকগুলা সাধারনত কোথায় পান মানে কোন জায়গা থেকে আনেন ঐগুলা?

উত্তরদাতা:ফার্মেসি থেকে আনি। আর ডাক্তাররাই, ঐ এন্টিবায়োটিকটা আবার ইয়ে করে আনি। ডাক্তার ছাড়া যে একটা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিবেন, আর ঐ এন্টিবায়োটিকটা খায়য়া অন্য ক্ষতিও তো হতে পারে। যেমন এই অসুখটার জন্য এন্টিবায়োটিক প্রযোজ্য না, মানে দরকার নাই। কিন্তু ফার্মেসিওয়ালা হয়তো দিয়েও দিতে পারে। এজন্য আমি এন্টিবায়োটিকটা ঐভাবে আনিনা। ডাক্তার ছাড়া।

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তার ছাড়া?

উত্তরদাতা:হ্যা। ক্ষতিও তো হয়তে পারে এন্টিবায়োটিকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে এইযে ফার্মেসি থেকে আনেন মানে কেন আনেন ফার্মেসি থেকে, এই ফার্মেসি থেকে কেন আনেন?

উত্তরদাতা: ফার্মেসি থেকে আনি ঐযে বললাম প্রথমে যে আমার একটা বিশ্বাস আছে যে এর কাছ থেকে ঔষধ খেলে আমি ভালো হই বা হয়তেছি, সেজন মানে টুকিটাকির জন্য ও কাছে যাই। আর ও বলেও দেয় অনেক সময় যে অসুখ এটা হয়ছে তাহলে তুমি ইয়ে কর, ডাক্তারের কাছে একটা প্রেসক্রিপশন করে নিয়ে আসো। ভালো হবে। যেহেতু এটা একটু সাধারন অসুখ না, এটা একটু বড় ধরনের। জ্বর কাশি হালকা পাতলা, গ্যাষ্ট্রিক ম্যাষ্ট্রিকের ব্যথা, এগুলা দেওয়া যায়। কিন্তু একটু জটিলতা হলে ও আর দেয়না। ও বলেই দেয় যে ডাক্তারের কাছে একটা প্রেসক্রিপশন করে নিয়ে আসো।

প্রশ্নর্কতা:মানে এযে ফার্মেসিতে যিনি ঔষধ বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। ও বলে।

প্রশ্নর্কতা:কি নাম উনার?

উত্তরদাতা: ডা:২৯।

প্রশ্নর্কতা: ডা:২৯। তো মানে এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে ধরেন এন্টিবায়োটিক যে খাচ্ছেন, তো খায়তে গিয়ে আপনি একটু অগে বরতেছিলেন যে অনেক ধরনের ক্ষতিও হতে পারে। যে এন্টিবায়োটিক যে ভালো করতেছে, তা না। ক্ষতি হতে পারে। কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে ভাই একটা ক।সতি কি বলতে পারবেন? কি ধরনের

উত্তরদাতা:ক্ষতি অনেকের শুনছি যে এন্টিবায়োটিক বেশী খায়লে চুল পড়ে যায় আবার অনেকের চোখে সমস্যা। অনেকের দেকেনা, মাথা ঘুরায় এরকম আরকি। এই ধরনের।

প্রশ্নর্কতা:সুন্দর বলছেন। আসলে আমারও তো এখন চুল আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যাচ্ছে। আমারও ভয় লাগতেছে।

উত্তরদাতা:এরকম শুনি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তো যেটা হচ্ছে মানে এন্টিবায়োটিকের এটা মানে আমরা কি বলবো, সাইড এফেক্ট বা এন্টিবায়োটিক তো তাহলে ক্ষতিও করে মানুষের নাকি

উত্তরদাতা:এটা শুনছি আরকি। যে অতিরিক্ত

প্রশ্নর্কতা:কার কাছে শুনছেন এটা?

উত্তরদাতা:এটা ওরকম মানুষের কাছে শোনা আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। নিজেরা নিজেরা

উত্তরদাতা:হ্যা। নিজেরা নিজেরা।

প্রশ্নর্কতা:কোন ডাক্তার বা কারো কাছ থেকে এটা কি শুনছেন?

উত্তরদাতা:না। এটা শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি যে এন্টিবায়োটিক কিনে এইযে ভাবী বা বাচ্চাদের জন্য তো অনেকবার কিনছেন, যে ওদের যে সাড়ে চার বছর বয়স, এই বয়সের মধ্যে অনেক বার তো কেনা হয়ছে। কোন নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিকের প্রতি আপনার মানে ভালো লাগা এরকম আছে যে ডাক্তার দিছে, এটা তো অনেক দিন খাওয়াই। আমি এই কোম্পানিরটা খাওয়াবো বা আমি এই ঔষধটা কিনি, এটা খাওয়াই। এরকম কোন পছন্দ আছে আপনার নিজের এন্টিবায়োটিক কেনার ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:পছন্দ আছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোনটা?

উত্তরদাতা:এটা বিভিন্ন যেমন ভালো কোম্পানির সবাই জানে। স্কয়ার কোম্পানি ভালো, অপসোনিন কোম্পানি ভালো, তারপর এখানে আছে যে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল এটা মোটামুটি ভালো। রেনাটা এগুলা মনে করেন আমার বিশ্বাস আছে যে এগুলা কোম্পানি ভালো।

প্রশ্নর্কতা:তো সেক্ষেত্রে ধরেন ডাক্তার আপনাকে লিখে দিল যে আপনি এটা এটা খাওয়াবেন, সেটা হচ্ছে যে ধরেন অন্য কোন ফার্মেসির বা নিম্ন মানের। আপনি নিজেই বুঝতেছেন যেএটা মিল্লাত কোম্পানির বা অন্য একটা কোম্পানির যেটা খুব হালকা কোম্পানি বা আমার কাছে ভালো লাগতেছেনা।

উত্তরদাতা সেক্ষেত্রে আমরা চাই যে ডাক্তার যেটা দিছে ঐটাই দাও। কারন ডাক্তার এটা বুঝে শুনেই দিছে। যেহেতু সে ডাক্তার। আমরা তো সাধারন মানুষ। ডাক্তার যেটা ঔষধ দিছে, সেটাই দাও। এহন এটা ভালো কোম্পানি হোক, বা খারাপ কোম্পানি হোক। ঐটায় আমরা ডাক্তারের প্রতি বিশ্বাস আছে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে ডাক্তার যেটা দেয়, আপনি ঐটা কেনার চেষ্টা করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, ঐটাই কেনার চেষ্টা করি।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি কি মনে করতে পারেন শেষবার আপনার পরিবারের কার জন্য এন্টিবায়োটিক কিনছিলেন?

উত্তরদাতা:শেষবার এই তো এর ডায়বেটিসের জন্য। এরপর আর শেষবার আর কারো না।

প্রশ্নর্কতা:উনার ডায়বেটিসের জন্য এন্টিবায়োটিক দিছে। তো বাচ্চার যে হয়ছিল বলছিলেন, ঔষধ আমাকে দেখালেন। রেনোভার একটা ঔষধ আনছেন আপনি, তো এগুলা খেয়ে সে ভালো হয়ছে? আপনার কাছে মনে হয় এগুলা এন্টিবায়োটিক বা সাধারন ঔষধ কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:আমার কাছে তো মনে হয়না এগুলা এন্টিবায়োটিক। যেহেতু আমি চিনিনা, বুঝিনা।

প্রশ্নর্কতা:এইযে রেনোভা আর অলসেট, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা রেনোভা কি লিখছে বানান? আর ই এন ও ভি এ। রেনোভা

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর অলসেট, এ এল সি ই ট, না? ৩০:০০

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:অলসেট। সিক্সটি এমএল এটা। আর এটা হচ্ছে রেনোভা। এটাও সিক্সটি এমএল। ষাট এমএল। সিক্সটি এমএল।

উত্তরদাতা:আর বেকাম্পানি হচ্ছে এটা অপসোনিন

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, একটা অপসোনিন এর আর একটা ইয়ে। এটা হচ্ছে ড্রাগের নাকি

উত্তরদাতা:না। ড্রাগের না।

প্রশ্নর্কতা:হেলথ কেয়ার

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। হেলথ কেয়ারের। হেলথ কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল। তো এইযে মনে হয় যে এগুলা এন্টিবায়োটিক না। আমি আসলে ডাক্তার না। আমিও বলতে পারবোনা। তবে যেহেতু অনেক সময় বোঝা যায় যে এভাবে দাম বেশী হলে আমরা মনে করি যে এটা এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, হ্যা। অনেকেই দাম বেশী হলেই মনে করে এটা এন্টিবায়োটিক। কিন্তু আমার কাছে কিন্তু আমি ঐ জিনিসটা ইয়ে করিনা। দাম বেশী হলেই যে এন্টিবায়োটিক সেটা না।

প্রশ্নর্কতা:না, না। ঔষধের বিভিন্ন ধরন আছে।

উত্তরদাতা: বিভিন্ন ধরন আছে।

প্রশ্নর্কতা: সেজন্য কোনটা যে কি, ডাক্তার ছাড়া বলা এটা কঠিন।

উত্তরদাতা:কঠিন।

প্রশ্নর্কতা: তো এইযে শেষবার যে আনছিলেন বাচ্চার জন্য আনছিলেন, এগুলা আনছিলেন, তো মানে সেগুলা গত পরশুদিন আনছিলেন, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। পরশুদিন।

প্রশ্নর্কতা:এই দুইটা সিরাপই দিছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা। এই দুইটা।

প্রশ্নর্কতা:মানে দিনে কয়টা, কয়বার করে খাওয়াতে বলছে দিনে?

উত্তরদাতা:এটা দুইবার মানে সকালে বিকালে।

প্রশ্নর্কতা:সকালে আর বিকালে। আচ্ছা, দুইবার করে। কয়দিন খাওয়াতে বলে ভাই?

উত্তরদাতা:সাতদিন।

প্রশ্নর্কতা:সাতদিন। এটা কি ঐ ফার্মেসি যেখান থেকে আপনি

উত্তরদাতা:হ্যা, ঐখান থেকে।

প্রশ্নর্কতা:কি ফার্মেসি নাম বললেন? আমি বারবার ভুলে যাই।

উত্তরদাতা:এটা ডা:২৯।

প্রশ্নর্কতা: ডা:২৯। ডা:২৯ ফার্মেসি, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ঐখান থেকে আনেন। তো আনতে কি কোন প্রেসক্রিপশন বা কিছু লাগছিল বা উনি নিজেই মুখে বলে দিছিল বা

উত্তরদাতা:ও নিজে, আমরা বলছি। ও ঔষধ দিয়ে দিছে।

প্রশ্নর্কতা:দিয়ে দিছে। মানে রোগের কথা বলছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ দিছে। কোন প্রেসক্রিপশন দেয়নি?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো কত টাকা লাগছিল ভাই বলছিলেন দুইটাতে?

উত্তরদাতা:সত্তর টাকা।

প্রশ্নর্কতা:সত্তর টাকা। দুইটাতে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:সত্তর টাকা গেছে, আচ্ছা। তো মানে দাম সর্ম্পকে, এইযে ঔষধের দাম ভাই, আপনার কাছে কি মনে হয় যে দুই বোতল ঔষধ যে আনছেন সত্তর টাকা। এটা কি বেশী নাকি কম?

উত্তরদাতা:এখন গায়ে যে রেটটা আছে ঐটাই নিছে ও।

প্রশ্নর্কতা:না না। মানুষের তো একটা সার্মথ্য আছে। ধরেন আপনি মাসে পনের হাজার টাকা আয় করেন বলতেছেন

উত্তরদাতা:হ্যা, আমি

প্রশ্নর্কতা:আপনার আয় অনুযায়ী

উত্তরদাতা:আমার কাছে বেশী।

প্রশ্নর্কতা:বেশী? সমাজে তো বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে

উত্তরদাতা:বেশী। যেহেতু আমি মনে করছিলাম যে জ্বর আর ঠান্ডা হয়তো আরো কম। আমি মনে করছিলাম যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পাঠায়ছিলাম যেহেতু পঞ্চাশ টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু দেখলাম যে আরো বিশ টাকা ও পাবে।

প্রশ্নর্কতা:কে গেছিল মানে আনতে?

উত্তরদাতা:আমার স্ত্রী গেছে।

প্রশ্নর্কতা:স্ত্রী গেছিল? উনাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পাঠায়ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:পরে আবার বিশ টাকা কিভাবে, ভাবী এসে নিয়ে গেছে?

উত্তরদাতা:না। বিশ টাকা ও বাকী রাখছে আরকি। পরে দিয়ে দিবো। অসুবিধা নাই। ওরা বাকীও দেয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে বাকীতেও কি দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা। দেয়।

প্রশ্নর্কতা:লিখে রাখে নাকি?

উত্তরদাতা:না। মুখে। আমাদের অতোটা বাকী করিনা। হয়তো বিশ টাকা ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা। এর বেশী আর না।

প্রশ্নর্কতা:আপনাকে যে ঔষধগুলা দিছে এগুলা যে খাওয়াচ্ছেন, আপনার এখন কি অনুভুতি হচ্ছে বাচ্চা কি সুস্থ হচ্ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা, মোটামুটি সুস্থ হয়তেছে। বোঝা যায়।

প্রশ্নর্কতা:কি দেখে বোঝেন যে বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেছে?

উত্তরদাতা:আগের মতো মনে করেন বিরক্ত করতেছেনা, নাক দিয়ে পানি পড়তেছেনা। শরীরে হাত দিয়ে দেখি ঠান্ডা। মানে গরম আগে ছিল, এখন নেই। আবার খাওয়া দাওয়া আগে একটু রুচি অমত করতো, এখন খায় মোটামুটি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে সাতদিনের যে ঔষধ দিছে গত পরশুদিন সিরাপ, তাহলে খাওয়ানো শুরু করছেন আজকে নিয়ে মনে হয় দুইদিন চলতেছে

উত্তরদাতা:তিনদিন।

প্রশ্নর্কতা:তিননি। আর বাকী কয়দিন খাওয়াতে বলছে আর চারদিন।

উত্তরদাতা:আ চারদিন। চারদিনের মধ্যে যদি ঔষধ শেষ হয়ে যায় তার আগে হবে। আমাদের একটা ইয়ে আছে যে ও, আমরা আর ঔষধ আনবোনা। এটা খাওয়া শেষ কইরা আর আনবোনা।

প্রশ্নর্কতা তো ঔষধ যে কোর্স দিছে সাতদিনের। সাতদিনের কোর্স কমপ্লিট না করে আপনি এইযে ইয়ে খাওয়াচ্ছেন। ধরেন এটা যদি কালকে বা পরশু শেষ হয়ে যায়, অনেক কম দেখা যাচ্ছে। কালকে যদি শেষ হয়ে যায়

উত্তরদাতা:এখানে আবার একটা ইয়ে আছে। ও বলছিল একটা মেয়ের কথা বলে আনছিলাম আমরা কিন্তু পরে আবার দেখি এই মেয়েটাও একটু একটু হালকা কাশে। তো ওরে ঐ কাশির ঔষধটা খাওয়াইছি কিন্তু জ্বরেরটা খাওয়াইনি আমরা। জ্বরেরটা এইযে এখনো আছে।

প্রশ্নর্কতা:এখনো বেশী আছে।

উত্তরদাতা: এখনো বেশী আছে।

প্রশ্নর্কতা:যদি শেষ হয়ে গেলে আর আনবেন না?

উত্তরদাতা:না। শেষ হয়ে গেলে যেহেতু ওর কাশ ভালো হয়ে গেছে, আমরা আনবোনা।

প্রশ্নর্কতা:তো না খাওয়ালে পরবর্তীতে তার কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:হতে পারে নাকি এটা আমি শিওর বলতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে যে ধরেন একটা কোর্স দিল ডাক্তারে সাতদিন আপনি খাওয়াবেন। সেটা তার অভিজ্ঞতা থেকে বললেন। এমনে কোন ডাক্তার না। ঔষধ বিক্রি করে ফার্মেসিতে। সে তো তার একটা অভিজ্ঞতা হয়ছে। সে অভিজ্ঞতা থেকে সে আপনাকে ঔষধ দিল। আপনি যে এখানে সাতদিনের জায়গায় ধরেন তিনদিন বা চারদিন খাওয়ালেন। ভালো হইলো। বাকী দুইদিন বা তিনদিন যে খাওয়ালেন না, কোর্স যে কমপ্লিট করলেন না। তাহলে এতে কোন সমস্যা হতে পারে? কি মনে হয় ভাই?

উত্তরদাতা:আমার তো মনে হয় হবেনা।

প্রশ্নর্কতা:না না। ভবিষ্যতে, ওদের ভবিষ্যতে এই জ্বর বা

উত্তরদাতা: ভবিষ্যতে হলে হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:কি হতে পারে? কিরকম হতে পারে?

উত্তরদাতা:হয়তো কাশিটা ভিতরে থেকে যেতে পারে নাকি এটাতো অভিজ্ঞ না।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কি মনে হয়? আপনারা তো সংসার করতেছেন, অভিজ্ঞতা হয়ছে

উত্তরদাতা:আমার মনে হয় যে, হবে হয়তো।

প্রশ্নর্কতা:আবার হতে পারে।

উত্তরদাতা:হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:হতে পারে , আচ্ছা। তো একটা হচ্ছে কাশিটা আবার হতে পারে। আর কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:যেহেতু জ্বর অতোটা ইয়েনা, শরীর গরম থাকলে আমরা খাওয়াতে বলছে। আর যখনই জ্বর মানে ঠান্ডা হয়ে যাবে শরীর, তখন আর খাওয়ানোর দরকার নাই।

প্রশ্নর্কতা: জ্বর এ কোন সমস্যা নাই কিন্তু কাশির ক্ষেত্রে -

উত্তরদাতা:কাশির ক্ষেত্রে হয়তো পরে আবার হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: হতে পারে। তাহলে এই সমস্যা যাতে না হয় এজন্য কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:সমস্যা যাতে না হয়

প্রশ্নর্কতা:মানে সেটা যাতে আবার পরবর্তীতে না হয়, এজন্য কি করা যায়, কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

উত্তরদাতা:এজন্য আমার মনে হয় ফুল কোর্স খাওয়ানোই উচিত। ৩৫;০০

প্রশ্নর্কতা:উচিত।

উত্তরদাতা:যেহেতু আমাদের স্বল্প ইনকাম, আমরা তো চাই যে একটু টাকা পয়সা বাচায় অন্যদিকেও আমাদের খরচা আছে। যেমন স্কুলেও আমাদের পড়াতে হয়। মেয়ের স্কুলের বেতন, ঘর ভাড়া টর ভাড়া এদিক সেদিক অনেক টাকা খরচ হয়। তো আমরা চাই যে যেহেতু সাইরা গেছে ঠিক হয়ে গেছে তাহলে আর দরকার নাই। এরজন্য।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু ভাই আমাকে তো আপনি বললেন যে সেটা হয় জ্বরটা ডাক্তার বলছে যে অসুখ থাকলে খাওয়াইও আবার যদি কাশির এটা সাতদিন দিলাম, এটা সাতদিন খাওয়াইও। জ্বর না থাকলে জ্বরেরটা খাওয়ানোর দরকার নাই। এটা ঠিক আছে। কিন্তু কাশিরটা আপনি বুঝতেছেন যে, হয়তো আবার যেকোন সময় শুরু হতে পারে। তো এইযে বারবার সে অসুস্থ হচ্ছে এতে তার শরীরের উপর একটা প্রভাব পড়তেছেনা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা আপনি বুঝতেছেন ঠিকই। কিন্তু আপনি খাওয়াচ্ছেন না

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:একটা আর্থিক সমস্যা বলতেছেন যেজন্য আপনি খাওয়াচ্ছেন না

উত্তরদাতা: আর্থিক সমস্যার জন্য

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এটাতো খাওয়ানো উচিত নাকি উচিত না?

উত্তরদাতা:হ্যা, উচিত।

প্রশ্নর্কতা: উচিত। এইযে উচিত কিন্তু আপনি জেনেও খাওয়াচ্ছেন না। এটা কেন? এটা কেন আপনি করতেছেন? জেনেও যে খাওয়াচ্ছেন না এটা সমস্যা না?

উত্তরদাতা:হ্যা, এটা সমস্যা। কিন্তু ঐযে বললাম আর্থিক সমস্যার জন্য খাওয়াইনা। শরীরেও একটা আলসেমি। সব মিলায়ে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বুঝতে পারছি। তো যে ঐখান থেকে যে ঔষধগুলা দিছে, তো সেগুলা খাওয়াইয়া বাচ্চা যে সুস্থ হচ্ছে আপনি মোটামুটি এখন খুশি, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঔষধ তো এখন চলতেছে। অসুস্থতা আছে। কাশি কি এখন আছে? খেয়াল করছেন রাতে?

উত্তরদাতা:এখন হালকা হালকা।

প্রশ্নর্কতা:হালকা আছে। আর জ্বরটা? জ্বরের কি অবস্থা?

উত্তরদাতা:জ্বরটা এইযে শেষ। ঠান্ডা হয়ে গেছে শরীর।

প্রশ্নর্কতা:আর বাকী একজন যে বললেন একটু একটু গায়ে জ্বর তার বলছেন।

উত্তরদাতা:না। জ্বর তার না। ওর কাশি ছিল। ওর ঠিক হয়ে যায়তেছে আস্তে আস্তে।

প্রশ্নর্কতা:এর নাকে পানি দেখা যাচ্ছে। এখনো ঠান্ডা আছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। এই যে ঔষধ খাওয়ালে, কাশির ঔষধটা খাওয়ালে ওর ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি ভাই, সেটা হচ্ছে যে এই ঔষধ তো খাওয়াচ্ছেন। এটা চলতেছে। যে এখন নিজের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির যদি কোন এন্টিবায়োটিক লাগে, ঔষধ লাগে, এটা চিন্তা করে আপনারে যে ঔষধ এন্টিবায়োটিক ডাক্তাররা দেয় বা অন্যান্য এন্টিবায়োটিক ডাক্তাররা দেয়, এটা কি ঘরে রেখে দেন? ধরেন খাওয়ানো শুরু করলেন কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন যে খায়লে অসুখ ভালো হয়ে গেলে আমি আর খাওয়াইনা।

উত্তরদাতা:বাকী ঔষধটা?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, বাকী ঔষধটা।

উত্তরদাতা:না। বাকী ঔষধটা আমি ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:সাথে সাথেই ফেলে দেন?

উত্তরদাতা:সাথে সাথে বলতে যেমন আজকে ঠিক হয়ে গেল, দুইদিন পরে ফেলে দিলাম।

প্রশ্নর্কতা:কেন ফেলে দিচ্ছেন? এটা তো একটা দামী ঔষধ

উত্তরদাতা:ফেলে দিচ্ছি এজন্যই দামী যতই হোক, এটার একটা মেয়াদ আছে। মুখাটা খুললে একটা মেয়াদ থাকে। যেমন সাত দিনের কথা যদি বলে তাহলে সাতদিন আমার ঔষধটা খাওয়া লাগবেনা, খাইলামনা। কিন্তু সাতদিন ওভার হয়ে গেছে। আমার মনে হলো যে ঔষধটা হয়তো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য আমি আর খাওয়াইনা এটা।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার কাঝে মনে হয় যে এটার মুখা খোলার পরে খাওয়ানো ঠিক হবেনা এজন্য খাওয়ান না।

উত্তরদাতা:হ্যা। যেহেতু মেয়াদ দিয়ে দিছে ওরা সাতদিন খাওয়াবেন। তারপর আট দিন বা দশ দিন হয়ে গেছে। এখন আর দরকার নাই।

প্রশ্নর্কতা:এরকম কোন ঔষধ কি এখন রাখা আছে ঘরে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এরকম রাখা নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো এন্টিবায়োটিকের গায়ে যে বলছিলেন একটা মেয়াদের তারিখ দেয়া থাকে। এই তারিখটা দিয়ে আসলে কি বোঝায়? যে ডেট যে দিয়ে দেয়। যেমন ঐযে দেখেন বোতলের গাযে তারিখ দিছে।

উত্তরদাতা:এটাতো আমরা জানি যে এটা দিয়ে উৎপাদন এবং ডেট শেষ। এইডা আমরা বুঝি আরকি। দেখলে হয়তো জানতে পারি যে এটা ডেট ওভার হয়ছে বা এটার ডেট আছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা একটা লাভ। আপনি দেখেতেছেন যে কবে তৈরী হয়ছে, কবে আছে। তো এটা দেখে লাভটা কি আসলে মানে কি

উত্তরদাতা:আমরা বুঝতে পারি যে, এই যেমন একটা ঔষধ, এটার গায়ে যেমন ডেট আছে। আছে নাকি নাই এটা আমরা বুঝতে পারি। ডেট এক্সপেল যেটা, এটা আমি বুঝতে পারি যে এত তারিখে ডেট ওভার হয়ে যাবে। তো এই ঔষধটা আমি খাবোনা। আর খায়লে যে, এই ঔষধটা যদি আমি খাই তাহলে আমার বাচ্চার বা আমার ক্ষতি হবে।

প্রশ্নর্কতা:কিরকম ক্ষতি হতে পারে?

উত্তরদাতা:কোন অন্য রকমের অসুখ হতে পারে। যেমন, খায়লে অসুস্থ হয়ে যাবে। যেকোন ধরনের অসুস্থ হতে পারে। এজন্য আমরা ঐ ভাইবা আর খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:তো যতবারই আপনি বা ভাবী ঔষধ কিনতে যান, আপনি কি ডেট দেখে নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমি যদি কিনি, দেখে আনি বা ওরেও কিনতে বললে আমি বলি যে দেইখা আইনো।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা বলে দেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ভাবী কি ঐটা খেয়াল করে?

উত্তরদাতা:মাঝেমধ্যে করে, মাঝেমধ্যে করেনা। তখন আমি আবার বাসায় আইসা খেয়াল করি।

প্রশ্নর্কতা:দেখেন আবার?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কোন সময় এরকম কি হয়ছে যে নিয়ে আসছে, ডেট ওভার হয়ে গেছে এরকম?

উত্তরদাতা:এরকম হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:যেমন, কয়দিন আগে আমি বিস্কিট কিনতে গিয়ে এরকম হয়ছিল। বিস্কিট নিয়ে আসছি। এবং বাসায় এনে দেখি যে, যেদিন আনছি এর আগের দিনই ডেট শেষ হয়ে গেছে। তো দোকানে বলার পর আমাকে আবার দিছে আরকি। তো আমারো শেষ হয়ে আসছে। ভাইয়েরও একটু তাড়া আছে, আমি দেখতেছি।

উত্তরদাতা:হ্যা। আমার তাড়া আছে।

প্রশ্নর্কতা:তো যেটা হচ্ছে যে ভাই, এখন যেটা আলোচনা করতেছিলাম, আপনারতো কোন, আমাদের গবাদি পশু নিয়ে কিছু জানার ছিল। আপনারতো কিছু পশুপাখি নাইতো মনে হয়, না?

উত্তরদাতা:না না।

প্রশ্নর্কতা:গবাদি পশু বিশেষ করে গরু ছাগল হাঁস মুরগি কিছুই পালেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো এই বিষয় আর হবেনা। তো এখন যেটা বলতেছিলাম যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই শব্দটা কি শুনছেন? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স একটা জিনিস, শব্দ আমরা বারবার বলি।

উত্তরদাতা:এটাতো আমি শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ধরেন আপনি একটা এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মানে শরীরের মধ্যে একটা এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে যে ঢুকতেছে, এটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়। মানে শরীরের মধ্যে থেকে যায়। রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় এটা। তখন আর অন্য ঔষধ, মানে এই বিষয়ে কিছু শুনছেন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এরকম শব্দ?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে আমরা বলি না যে ধরেন ঔষধ খাচ্ছে কিন্তু অসুখ ভালো হচ্ছেনা। এরকম কি হয়? ৪০:০০

উত্তরদাতা:হয় তো।

প্রশ্নর্কতা:শুনছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, হয়।

প্রশ্নর্কতা:কেন হয় এরকম? এরকম ঔষধ ধরেন ডাক্তার দিছে ধরেন আপনার

উত্তরদাতা:হ্যা। ডাক্তার দিছে কিন্তু ঔষধ খায়তেছি, ভালো হইতেছিনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন ভালো হচ্ছেনা? শরীরের ভিতর কি হয়ছে তার?

উত্তরদাতা:আমার তখন মনে হয়, হয়তো ডাক্তারে কম পাওয়ারি ঔষধ দিছে। তখন আমরা আবার ডাক্তারের কাছে যাই। তখন ওরা ঔষধ চেঞ্জ করে দেয়। তখন খেলে ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:তখনো খাচ্ছেন, তখন দেখা যাচ্ছে যে ঔষধ যেরকমভাবে আপনি চিন্তা করছেন যে পাওয়ারেরটা খেলে দ্রুত ভালো হবে, হচ্ছেনা। হচ্ছে হচ্ছে হয়তো হয়েই গেল। আবার দেখা গেল যে এক সপ্তাহ পর আবার অসুস্থ হলো, আবার কফ, আবার কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়তেছে। তাহলে এটা কেন হয়?

উত্তরদাতা:তখন আমি, কেন হয়, এটাতো এখন চিন্তা ভাবনা করি আমরা তখন যে শরীরে মনে হয় অন্য ধরনের, এটা তো আমরা নিজস্বভাবে আরকি। এটাতো আর ডাক্তার না আমরা। তাহলে বুঝতে পারতাম, ডাক্তার হলে তো বুঝতে পারতোম কিসের থেকে কি হয়? ডনজেরা নিজেরা তখন চিন্তা ভাবনা করি যে ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। এই ডাক্তার বাদ দিয়ে চেঞ্জ করে অন্য ডাক্তার। অন্য কোন ভালো ডাক্তার

প্রশ্নর্কতা:না। তা দেখালেন। কিন্তু দেখানোর পরেও ভাই দেখা গেল যে, এই রোগটা তো ঘন ঘন হচ্ছে। ডাক্তার চেঞ্জ করলেন। এরকম হয়না, অনেক লোক অনেক ডাক্তার দেখায় বিরক্ত হয়ে লাষ্টে বলে যে আমি আর পারতেছিনা মানে ভালো হচ্ছিনা । আমি অনেক চেষ্টা করলাম। তো এই শরীরের মধ্যে যে একটা আল্লাহ যে একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিছে আমার, তো ক্ষমতা টা রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় মানে ক্ষমতাটা অনেক সময় কাজ করেনা। শরীরের ভিতর। এটা কেন করেনা? মানে এন্টিবায়োটিক খেলে শরীরের মধ্যে এইযে আল্লাহ একটা ক্ষমতা দিছে, অনেকে আছে যে এখানে গ্রামের মধ্যে এত গরীব যে তার ঔষধ কিনে খাওয়ার তার সার্মথ্য নাই।

উত্তরদাতা:তওফিক নাই।

প্রশ্নর্কতা:তওফিক নাই। তো সেক্ষেত্রে সে অনেকদিন জ্বরে টরে ভুগে পনেরদিন পর সে সুস্থ হলো। আর ঔষধ খেলে আপনি সাতদিনে তিনদিনে ভালো হয়ে গেলেন। এইযে ক্ষমতাটা আল্লাহ দিছিল, ঐটাই হয়তো ঔষধ খাওয়ার কারনে, পাওয়ারি ঔষধ খাওয়ার কারনে মানে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইযে নষ্টটা হলে তখন কি হয়? মানে কি করে?

উত্তরদাতা:তখন আর কি করে? নিজের, এখন আর কি বলবো? কি করে তখন আর? তখন

প্রশ্নর্কতা:তখন শরীরের মধ্যে এন্টিবায়োটিক খেলে কি কাজ হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা, তখন হলেও হতে পারে। ঐডা অতোটা জানা নেই। শিওর নাই।

প্রশ্নর্কতা:জানা নেই। তো ধরেন আপনাকে এন্টিবায়োটিক যে কোর্স শেষ না করলে কি হতে পারে ভাই। ধরেন একটা কোর্স আপনাকে দিল। ডাক্তার আপনার একটা ফোড়া উঠলো। যেটা কাটলো বা অপারেশন করলো। ডাক্তার বললো যে আপনাক তিনটা এন্টিবায়োটিক দিলাম। এগুলা খাবেন। সাতদিন সাতদিন খাবেন। দিনে দুইটা করে খাবেন। তো আপনি এটা কোর্স কমপ্লিট কললেন না। তাহলে কোর্স যদি কমপ্লিট না করেন তাহলে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:কোর্স কমপ্লিট না হলে হয়তো এরকম হতে পারে। ঐ অসুখটা আবার হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আবার হতে পারে।

উত্তরদাতা:এটাই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তো হতে পারে। হলে মানে একটা হইলো যে অসুখটা আবার হইলো। আর কোন সমস্যা কি হতে পারে।

উত্তরদাতা:না। আমার মনে হয়না।

প্রশ্নর্কতা:এইযে সমস্যার কথা বলতেছেন। এইযে সমস্যাগুলার কথা কোন জায়গা থেকে শুনছেন আপনি এগুলা?

উত্তরদাতা:এইতো নিজস্ব, নিজেই বুঝি।

প্রশ্নর্কতা:নিজেই বুঝেন?

উত্তরদাতা:এটা কারো কাছে শুনতে হয়না। এমনে নিজেই বুঝি যে, নিজে অতটুকু বোঝা যায় যে ঔষধটা কোর্স শেষ করলামনা, হয়তো আবার হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা নিজেই বুঝেন আর এছাড়া কারো থেকে কি শুনছেন?

উত্তরদাতা:না। কারো কাছে শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা: এই বিষয়ে কোন কিছু শুনেন নাই? মানে কোর্স কমপ্লিট না করলে মানে যে সমস্যাগুলো হয়, এই জিনিসটা কি আপনি নিজে মেনে চলেন ভাই?

উত্তরদাতা:না, নিজেও মেনে চলিনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন মানেন না, একটু যদি খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:এটা নিজস্ব একটা আলসেমি।

প্রশ্নর্কতা:আলসেমি?

উত্তরদাতা:তাছাড়া কিছু না। আর্থিক ব্যাপারও আছে। নিজস্ব একটা আলসেমিও আছে, আর্থিকও আছে যে অসুখ হয়ছে, সাইরা গেছে। একটা নিজস্ব আলসেমি। এছাড়া কিছু না। খাওয়ালে ভালো, এটা সবাই জানে। আমিও বুঝি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এখন যে অসুস্থ , এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ঐযে অসুখটা যাতে আর না হয়, এজন্য আমরা কি করতে পারি? মানে বারে বারে একই অসুখ যেন না হয়, এজন্য এটার সমাধা করার জন্য আমরা এটা ভাই কি করতে পারি? আপনার কয়েকটা বুদ্ধি পরার্মশ বলেন।

উত্তরদাতা: বুদ্ধি পরার্মশ হচ্ছে যে এমন একটা ঔষধ এমনভাবে তৈরী করা উচিত বিজ্ঞানিকরা যে একবার ঔষধ খেলেই যেন ঠিক হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়বার যেন ঔষধটা না খাওয়া লাগে। আমরা এটাই চাই। আমরা সবাই মিলে এটাই চাই যে, যেমন ভালো কিছু করুক। ভালো কিছু তৈরী করে যেমন জনগন আমরা যেন মানুষ শান্তি পাই। যে একটা ঔষধ খাইলাম। অসুখটা ঠিকই ভালো হয়ে গেল। কিন্তু ভেজাল গুজাল দিয়ে একটা নাম দিয়ে আরেকটার মধ্যে যেন ভেজাল গুজাল ঔষধ বানিয়ে ব্যস, খাইলাম ঠিকই। তখন সারলো। পরে আবার হয়ে যায়তেছে। এটি যেন না হয়। এটিই আমরা চাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এখন একটু অসুস্থতা নিয়ে বলি। আপনার বাচ্চা, যে অসুস্থ হয়ছে, বাচ্চাটার কি নাম?

উত্তরদাতা:বাচ্চাটার নাম জিম।

প্রশ্নর্কতা:জিম?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর জিমের প্রথমে অসুখ হয়ছে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:হওয়ার পর তার জন্য ঔষধ আনছেন ফার্মেসি থেকে। এরপর আর একটা বাচ্চার যার একটু জ্বর দেখতেছেন, এখন কি আছে তার জ্বর? আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ওর কি নাম?

উত্তরদাতা:ওর হচ্ছে "ম"।

প্রশ্নর্কতা:ম ? জ আর ম?

উত্তরদাতা:ওর নাম হচ্ছে, আব্বু তোমার নাম কি বলো তো (মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন) ওর নাম হচ্ছে ম। ওর নাম হচ্ছে জ। ৪৫:০০

প্রশ্নর্কতা:জ ? আচ্ছা। জ প্রথম অসুস্থ হয়ছে পরে এখন ম এখন একটু অসুস্থতা বোধ করছে। জ্বর হয়ছে। তো মানে তার কি লক্ষন দেখতেছেন একটা হচ্ছে যে গায়ে বরলেন জ্বর। আর?

উত্তরদাতা:আর হচ্ছে ঠান্ডা।

প্রশ্নর্কতা:নাক দিয়ে পানি পড়ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কাশি আছে? ও কাশতেছে দেখতেছি।

উত্তরদাতা:হ্যা, কাশি একটু একটু আছে।

প্রশ্নর্কতা:"ম" ও শুরু হচ্ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর "জ" এখন কি ভালো হয়ে গেছে

উত্তরদাতা:আগের চেয়ে একটু ভালো আর কি। এতোটা ভালো হয় নাই এখনো। ওর ঔষধতো আরো দিন বাকী আছে। হয়তো আমার বিশ্বাস আছে যে সাতদিন খেলে ভালো হয়ে যাবে।

প্রশ্নর্কতা:ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা, যদি আল্লাহ না করুক, এই সাতদিনে যদি ভালো না হয় তাহলে কি করার ইচ্ছা-

উত্তরদাতা:তাহলে আমার ইচ্ছা আছে আমি ভালো ডাক্তার দেখাবো।

প্রশ্নর্কতা: ভালো ডাক্তার দেখাবেন। মানে ভালো ডাক্তার মানে কোন ডাক্তার এটা?

উত্তরদাতা:সরকারি মেডিকেলের ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: মেডিকেলের ডাক্তার। তো মানে আপনি এখন যেটা করছেন ওদের জন্য হচ্ছে যে ফার্মেসিতে যিনি ঔষধ বিক্রি করেন, উনার থেকে ঔষধ আনছেন

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এই দুইটা ঔষধ আমাকে দেখালেন যে অল সেট,

উত্তরদাতা:হ্যা, অলসেট আর রেনোভা।

প্রশ্নর্কতা:রেনোভা। আর ইএনও ভিএ। আর এ এল সি ই টি। অল সেট। দুইটাই সিক্সটি এমএল করে। তো এগুলা খাওয়াচ্ছেন। এরপর ভালো না হলে সরকারি হাসপাতালে তাদেরকে দেখাবেন। তো এগুলাই খাচ্ছে তারা। তো আমাদের এই গবেষনার আর একটা কাজ হচ্ছে ভাই, আমরা যদি কোন পরিবারে যেয়ে দেখি যে আমি যখন কথা বলতেছি, ঐ মুর্হুতে কেউ অসুস্থ থাকে, কোন বাচ্চা বা পরিবারের কোন সদস্য তাহলে আমরা আবার পরবর্তীতে, দুই সপ্তাহ পরে আজকে হলোনা ভাই?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আবার দুই সপ্তাহ পরে আমি আসবো আপনার সাথে একটু দশ মিনিটের জন্য, জাষ্ট দশ মিনিটের জন্য কথা বলবো। বাচ্চার অসুস্থতা নিয়ে।

উত্তরদাতা:আচ্ছা।

প্রশ্নর্কতা:এর ভালো হলো কিনা। প্লাস এরজন আপনি কি ট্রিটমেন্ট করলেন, কি করলেন এই বিষয়টা একটু আলোচনা করবো।

উত্তরদাতা:আচ্ছা।

প্রশ্নর্কতা:তো আমাকে অনেক সময় দিলেন আসলে। আমরা হগবেষনার জন্য ভবিষ্যতে এই তথ্যগুলো কাজে লাগাবো। তো আমরা আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি, পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। তো দোয়া করবেন। ভালো থাকবেন তাহলে।

উত্তরদাতা:অবশ্যই আপনিও দোয়া করবেন।

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম।

----------oooooooooooooooo----------